ইত্তেফাক
তারিখ ... ১৯/৩/৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৮৯

040

শিক্ষকদের কলঙ্ক

সমাজে শিক্ষকদের একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত—সকলেই তাহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের যে শিক্ষকদের হাতে তুলিয়া দিয়া অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত বোধ করেন, তাঁহাদের এই মর্যাদা কোন অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত কিছু নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর শিক্ষকের আচার-আচরণদৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান যে, শিক্ষকদের পক্ষে সেই বাঞ্ছিত মর্যাদা রক্ষা করা ইদানীং খুবই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েকদিনে মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে জানা যায়, কিশোরগঞ্জের বুড়দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ২৪ জন পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছাত্ররা যথারীতি ফরমও ফিলাপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পরীক্ষার এডমিট কার্ড আর পায় নাই। শিক্ষক সাহেব ফী'র সমুদয় টাকা মারিয়া দিয়া লাপাত্তা হইয়া গিয়াছেন। অন্য আর একটি সংবাদে প্রকাশ, এ পর্যন্ত গত তিন দিনের পরীক্ষায় ১৪ জন পরিদর্শককে (শিক্ষক) বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং একজন আসল ও একজন নকল পরিদর্শককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই, উল্লেখিত পরিদর্শকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় অন্ততঃ দুই বছরের দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পর, ইহা কাহারো অজানা নয়। এই দুই বছর তাহারা যেমন প্রাণপাত করিয়া নির্দিষ্ট কোর্স অধ্যয়ন করে, ঠিক তেমনি শিক্ষকেরাও তাহাদের পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তোলার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ এর পরই ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার হলে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষা প্রস্তুতির এই অধ্যায়টি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কোন ছাত্র-ছাত্রীর হলে অসদুপায় অবলম্বনের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বন এবং সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষক-পরিদর্শকের এব্যাপারে সহযোগিতাদানে মনে হয়, শিক্ষকরা একদিকে হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নাই, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা যথারীতি পড়াশুনাও করে নাই। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দোষী, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শিক্ষকরা এমনিতে তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন নাই, উপরন্তু অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রদের উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের দোষ যে পর্বততুল্য তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। তবে এ জাতীয় শিক্ষকরা যে দিনের পর দিন একের পর এক জেনারেশনকে উচ্ছন্নে দিতেছেন এবং দেশকে অধঃপতনের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন, এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনই অবকাশ নাই। সরকার ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে জনসাধারণের এজাতীয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এবং একই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত সৎ শিক্ষকদেরও। অন্যথায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার, ঠিক তেমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিশেষ মর্যাদার প্রশ্নটিও। —